পাক্ষিক

আহ্‌মদী

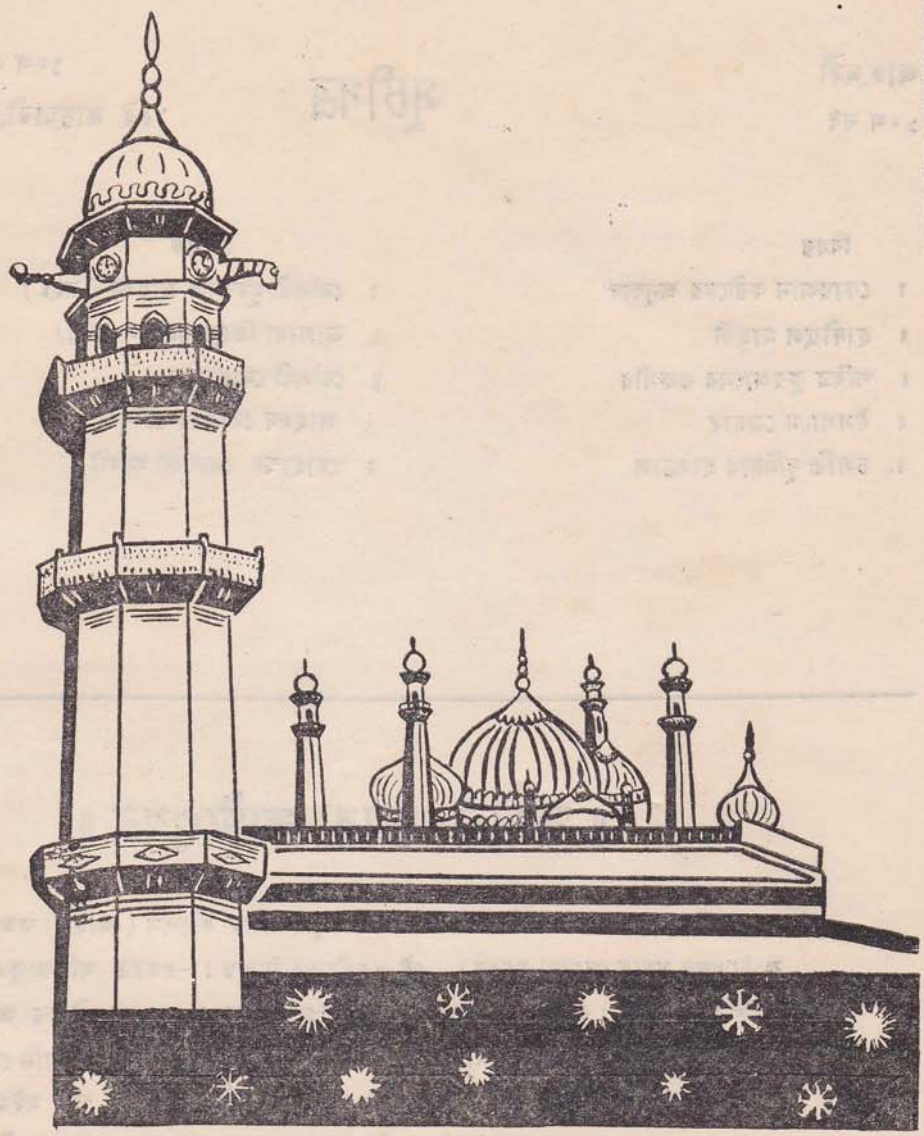

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৭শ সংখ্যা
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৭শ সংখ্যা
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	২৮৫
হাদীসুল মাহ্‌দী	আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	২৮৭
পবিত্র কুরআনের তফসীর	মৌলবী মোহাম্মাদ	২৮৯
ইসলামে জেহাদ	আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২৯২
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৯৫

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য :—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়: ২১শ বর্ষ: ১৫ই জানুয়ারী : ১৯৬৭ সন: ১৭শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আনফাল

৪র্থ রুকু

৩০॥ হে মমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করিয়া চল, তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য (তোমাদের ও তোমাদের শত্রুদের মধ্যে) একটা প্রভেদকারী বৈশিষ্ট্য দান করিবেন এবং তোমাদের উপর হইতে তোমাদের অমঙ্গলগুলি দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা

করিবেন। এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।

৩১॥ এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন কাফিরগণ তোমার বিরুদ্ধে আয়োজন করিতেছিল এবং আল্লাহ্‌ও আয়োজন করিতেছিলেন এবং আল্লাহ্‌ আয়োজনকারীদের শ্রেষ্ঠতম।

৩২॥ এবং যখন তাহাদের নিকট আমার বাক্যগুলি পাঠ করা হইত, তাহারা বলিত, নিশ্চয় আমরা শুনিয়াছি, যদি আমরা ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা ইহার সমতুল্য বাক্য বলিতে পারিতাম। ইহা ত পূর্ববর্তীদের কাহিনী।

৩৩॥ এবং যখন তাহারা বলিল, হে আল্লাহ্‌, যদি ইহা সত্যই তোমার নিকট হইতে সমাগত হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদের জন্য অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি আনয়ন কর।

৩৪॥ এবং তুমি তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা কালে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন না। এবং তাঁহার ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছে, এ অবস্থায় আল্লাহ্‌ও তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না।

৩৫॥ এবং তাহাদিগের জন্য কি আছে যে, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না। যখন তাহারা (মুমিনদিগকে) সম্মানিত মসজিদ হইতে নিরত করিতেছে? এবং তাহারা উহার প্রকৃত অবিভাবকও নহে। একমাত্র মুত্তাকীগণই উহার ন্যায়তঃ অবিভাবক। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহার জ্ঞান রাখে না।

৩৬॥ এবং (কাবা) গৃহের সামনে তাহাদের উপাসনা শুধু শীস ও করতালি দেওয়া। অতএব (হে কাফিরগণ!) তোমরা (সমাগত নবীকে) অস্বীকার করার দরুন শাস্তি ভোগ কর।

৩৭॥ নিশ্চয় (ক্রমাগত নবীকে) অস্বীকার কারীগণ (লোকদিগকে) আল্লার পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদের ধন সম্পদ ব্যয় করে। বস্তুতঃ তাহারা উহা ব্যয় করিবেই। অতঃপর উহা (ধন) তাহাদের আক্ষেপের কারণ হইবে, অতঃপর তাহারা পরাভূত হইবে। এবং যাহারা (সমাগত নবীকে) অস্বীকার করিবে তাহাদিগকে দোযখের দিকে সমবেত করা হইবে।

৩৮॥ তাহাতে আল্লাহ্‌ অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া লইবেন এবং কতক অপবিত্রকে অপর কতকের উপর স্থাপন করিবেন। তৎপর সকলকে স্তূপীকৃত করেন, তৎপর ঐ স্তূপকে দোযখে নিক্ষেপ করেন—উহারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

(ক্রমশঃ)

★

হাদীসুল মাহদী

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৫নং মন্তব্য

"মীর্জা সাহেব ন্যায়-বিচারক ছিলেন না। তিনি তাঁহার নির্দ্দোষ পুত্রবধুকে তালাক দিতে বলিয়া পুত্রকে ত্যাজ্যবিত্ত করিতে বলিয়া অবিচার করিয়াছিলেন।"

উত্তর

"সত্যের বিরুদ্ধাচরণ যে কত বড় অন্যায়, আর পুত্রের প্রতি পিতার যে অধিকার ইসলাম প্রদান করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। আবুল আম্বিয়া হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ তাঁহার পুত্র হযরত ইস্‌মাইল আঃ-কে কারণ না দর্শাইয়াই পুত্রবধুকে তালাক দিতে আদেশ দিয়াছিলেন; আর হযরত উমর ফারুক তাঁহার পুত্রকে কারণ না দর্শাইয়াই পুত্র-বধুকে তালাক দিতে আদেশ দিয়াছিলেন, এবং রসুলে করীম (সাঃ) হযরত উমরের আদেশেরই সমর্থন করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ যখন হযরত ইবনে উমর তাঁহার স্ত্রীকে ভাল বাসিতেন।

উপরোক্ত দুইটি ঘটনাই সহী হাদীসের কেতাব হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

قال ثم انه بدا لابراهيم فقال لاهله
انى مطلع تركتى قال فجاء فسلم اين
اسمعيل فقالت امرئته ذهب يصيد فقال
قولى له اذا جاء غير عتبة بابك فلما
جاء اخبرته قال انت ذاك فاذهبى الى
اهلك — (بخارى)

"অতঃপর যখন ইব্রাহীমের (আঃ) ইচ্ছা হইল, তিনি তাঁহার পরিবারকে বলিলেন, আমি আমার পরিত্যক্ত সন্তানের সংবাদ লইতে যাইব। তারপর তিনি আসিলেন এবং সালাম করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইস্‌মাইল কোথায়? ইস্‌মাইলের স্ত্রী বলিল, তিনি শিকার করিতে গিয়াছেন। তখন হযরত ইব্রাহীম বলিলেন সে আসিলে তাহাকে বলিও, সে যেন তাহার দ্বারের চৌকাঠ বদলাইয়া ফেলে। তারপর যখন হজরত ইস্‌মাইল ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার স্ত্রী তাহাকে এই সংবাদ দিলেন। তখন হযরত ইস্‌মাইল বলিলেন, ইহার অর্থ তুমি। অতএব তুমি তোমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও।"

عن ابن عمر قال كانت تحتى امرئة
احبها وكان عمر يكرهها فقال لى طلقها
فابيت فاتى عمر رسول الله صلى عليه
وسلم فذكر ذالك له فقال لى رسول الله صلى
الله عليه وسلم طلقها — (ترمذى)

"হযরত ইবনে উমর হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিলেন, আমার এক স্ত্রী ছিল। আমি তাহাকে ভাল বাসিতাম, এবং উমর তাহাকে না-পছন্দ করিতেন। তিনি আমাকে বলিলেন, ইহাকে তালাক দাও। আমি অস্বীকার করিলাম। তখন হযরত উমর রসুলে করীম সাঃ-এর নিকট আসিয়া একথা বলিলেন। তখন হযরত রসুলে করীম সাঃ আমাকে বলিলেন, তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দাও।"

হযরত মসিহে মাউদ, (আঃ), যদি তাঁহার পুত্রকে খোদা ও খোদার রসুলের বিরুদ্ধবাদীদের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে বলিয়া থাকেন, অন্যথায় খোদা ও পিতার নাফরমানীর দরুণ ত্যজ্য-বিত্ত করিবার ভয় দেখাইয়া তাহাকে শাসন করিয়া থাকেন, তবে কোন অন্যায় বা অবিচার করেন নাই। পাঠক "তবলীগে রেসালত" ২য় খণ্ড ১০ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাইবেন। এক জন দুনিয়াদার মানুষের পক্ষে নিজ সন্তানের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রেমিকগণ নিজ সন্তানকেও আল্লাহ্‌র খাতীরে কোরবান করিতে পারেন।

সুতরাং মসিহে মাওউদ অঃ এর নিজ সন্তানের প্রতি এরূপ শাসনের বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তি করা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের হীন মানসিকতারই পরিচায়ক।

২৬নং মন্তব্য

"মীর্জা সাহেবের সময় অর্থের আধিক্য হইয়াছিল না, বরং তিনি নিজেই কিতাব ছাপা, মসজিদ, মেহমান খানা, খ্রীষ্টানদের প্রতিবাদে মাসিক পত্রিকা বাহির করা ইত্যাদির জন্য রীতিমত মাসিক চাঁদা এবং ক্ষমতাপন্ন বিশিষ্ট লোকদের কাছে, বিশেষ বিশেষ বিভাগের ভার বহন করিবার চাঁদা চাহিতেন।"

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর বিরুদ্ধাচরণের অন্যায় জিদ মৌলানা সাহেবের চিন্তার ধারা ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। নতুবা কোরানের এত বড় একটা শিক্ষার বিরুদ্ধে মৌলানা সাহেব এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না।

কোরআনের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় মাল খরচ করিবার আদেশ দেখিয়াও মৌলানা সাহেব কোন্ সাহসে হযরত মসিহে মাউদ (আঃ)-এর দীনি কাজের জন্য চাঁদা চাহিবার বিরুদ্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় রীতিমত নিজের রিজীকের একটা অংশ খরচ করা ইসলামী শিক্ষার একটা বৈশিষ্ট্য। আজ আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রদত্ত সমাজের এই দান অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ী মৌলানাদের বিবিদের অলঙ্কার ও নিজেদের চৌগা চাপকানে ব্যয়িত হইতেছে। তাই তাঁহারা হযরত মসিহে মাউদ আঃ-এর দীনি কাজের এই সুশৃঙ্খল এন্তেজাম-কে ভাল চক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না।

আর অর্থের আধিক্য সম্বন্ধে আমরা হাদীসের ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, এখানে ইহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

২৭নং মন্তব্য

"হাদীস শরীফে আসিয়াছে, মাহদী অসংখ্য টাকা বিতরণ করিবেন, কিন্তু মীর্জা ছাহেব তাহা করেন নাই।"

উত্তর

এ সম্বন্ধে হাদীসের ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে করিয়া আসিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-ও সহস্র সহস্র টাকার দিকে আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু টাকার লোভে পেট ফাটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও মৌলানা সাহেবদের কেহই উহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় নাই।

২৮নং মন্তব্য

"তিনি ছবি বিক্রয় করিয়া কম টাকা গ্রহণ করেন নাই।"

উত্তর

এই কথার উত্তরে আমরা—

"لعنة الله على الكاذبين"

"মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ (লানত) বর্ষিত হউক" ছাড়া আর কিছুই বলিব না। মৌলানা সাহেব "আমীন" বলিবেন কি? মৌলানা সাহেবকে

জিজ্ঞাসা করি, তিনি এই কথার কোন প্রমাণ দিতে পারিবেন কি? যদি না পারেন তবে এত বড় 'সাদা ঝুট্' কেন বলিলেন, নিজের বিবেকের কাছেও যে হীন হইয়া পড়িলেন।

২৯নং মন্তব্য

কোরান শরীফে টাকা পয়সা ও সন্তানদিগকে ফাসাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াও তিনি নিজে মিনারা ও মসজিদের চাঁদ লইতেন এবং সন্তান লাভের জন্য বিবাহ করিতেন।"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের এই মন্তব্য পাঠ করিয়া মনে হয় হযরত মসিহে মাওউদ আঃ-এর বিরুদ্ধাচরণের অন্যায় জিদে মৌলানা সাহেবের চিত্ত বৈকল্য ঘটিয়াছে।

কোরান শরীফে মাল ও আওলাদ-কে ফেতনা বলা হইয়াছে, অথচ হযরত রসুলে করীম ছাঃ ও চাঁদা গ্রহণ করিতেন এবং বিবাহও করিয়াছিলেন। আঁ-হযরত সাঃ সম্বন্ধে যে-উত্তর মৌলানা সাহেব প্রদান করিবেন, তাঁহার খলিফা হযরত মসিহে মাওউদ আঃ সম্বন্ধেও সেই উত্তর মনে করিয়া লউন।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের আকীদা অনুসারে মসিহে মাওউদ, আঃ যদি লোকদিগকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অসংখ্য টাকা-পয়সা দান করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকদিগকে ফাসাদে ফেলা হইবে, কেননা প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা-কে কোরানে ফাসাদ বলা হইয়াছে। দীনি কাজের জন্য চাঁদা লওয়া-কে কোরানে 'ফাসাদ' বলা হয় নাই।

পবিত্র কুরআনের তফসীর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মৌববী মোহাম্মাদ

পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট

এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বৈশিষ্ট এই যে ইহার সকল শিক্ষা প্রকৃতি-সম্মত, সহজে পালনযোগ্য এবং বিনা ব্যতিক্রমে সকল ক্ষেত্রে সদা শুভফল-প্রদ। ইহাতে এরূপ কোন আদেশ নাই, যাহা পালন করা যায় না বা পালন করা দুঃসাধ্য। প্রত্যেক অসুবিধার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা আছে। ইহার কোন আদেশ বা নিষেধ পালন করিয়া মানুষ কখনও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে না, হয় নাই এবং হইবে না। যাহারা ইহার আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলিবে তাহারা সুনিশ্চিত চির উন্নতির পথে চলিবে। ইতিহাস ইহার সাক্ষি। ইহাতে সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান সন্নিবেশীত আছে।

কোন শিক্ষা পালনের জন্য একজন আদর্শের প্রয়োজন। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে অপর সকল ধর্মগ্রন্থ পালনের এক মহা অসুবিধা এই যে,

উহাদের কোন আদর্শ আমাদিগের নিকটে নাই। যাঁহারা ঐ সকল ধর্মগ্রন্থ আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্মময় জীবনের কোন ইতিহাস নাই এবং তাঁহাদিগের পরে তাঁহাদিগের শিক্ষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে কোন জীবন্ত আদর্শ পুরুষও আগমন করেন নাই। আবার এমন কোন কোন ধর্মগ্রন্থ আছে যে ঐগুলি কে বা কাহারা আনিয়াছিলেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের নাম পর্যন্ত জানা নাই। সুতরাং আদর্শের অভাবে মানব ঐ সকল পুস্তক নিহিত শিক্ষার অনুশীলনে অক্ষম। কারণ মানব-প্রকৃতি প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একজন শিক্ষকের মুখাপেক্ষী।

এই বিষয় একমাত্র ইসলামের বৈশিষ্ট রহিয়াছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনের মহান আদর্শ। সেই আদর্শ আজও আমাদিগের সম্মুখে ইতিহাসের আকারে রহিয়াছে। জগতে একমাত্র তিনিই ঐতিহাসিক নবী, যাঁহার জীবনের সকল ঘটনার পূর্ণ বিবরণ অকাট্য সত্যরূপে রক্ষিত আছে।

পবিত্র কুরআনে এমন কোন শিক্ষা নাই, যাহা হযরত রসুল করীম (সাঃ) পালন করেন নাই এবং যাহার নমুনা আমাদিগের জন্য নাই। মানব জীবনের সকল অবস্থার এবং সকল শ্রেণীর লোকের জন্য তাঁহার জীবনে পরম আদর্শ রহিয়াছে। এইজন্য আল্লাহ্‌-তায়ালা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন انك لعلى خلق عظيم অর্থাৎ "এবং নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" (সুরা কলম—১ম রুকু।)

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ রহিয়াছে।" (সুরা আহযাব—৩য় রুকু)

পবিত্র কুরআন যেরূপ আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ বিধানে উহার আদিরূপে আজও বর্তমান, তেমনি হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর জীবনের কর্ম ও ঘটনাবলি আজও অবিকৃত অবস্থায় আছে। তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার জীবন ফলিত-কুরআন ছিল। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন "পবিত্র কুরআন তাঁহার জীবন-লেখা।" পবিত্র কুরআনে যাহা আছে, উহার অনুশীলন তাঁহার জীবনে আছে এবং জীবনে তিনি যাহা কিছু করিয়াছিলেন তাহার উৎস পবিত্র কুরআনে আছে। তিনি যেন জীবন্ত কুরআন ছিলেন। অতএব কুরআনের অনুসরণ মানবের জন্য চির সহজ হইয়া রহিয়াছে।

সেইজন্য তাঁহার অনুগমনের ফলস্বরূপ মুসলমানদের মধ্যে মুজাদ্দিদ ও ওলি-আল্লাহ্‌ হইয়া আসিতেছেন এবং এ যুগে নবীও হইয়াছেন। অতএব পবিত্র কুরআন মানবের জন্য সহজ এবং অবশ্য পাঠ্য।

পবিত্র কুরআনের শৃঙ্খলা ও বিন্যাস

এই পবিত্র গ্রন্থে ১১৪টি সুরা আছে। প্রথম দিকের সুরাগুলি বড় এবং পরের গুলি ক্রমেঃ ছোট। বড় সুরাগুলি যেরূপ গভীর হেদায়েতপূর্ণ পরের গুলিও তদ্রূপ। এক একটি আয়াত অর্থে সমুদ্রবৎ এবং এক একটি শব্দ জ্ঞানের অফুরন্ত খনিস্বরূপ। এই গ্রন্থে ৬৫০টি রুকু, ৬৬৬৬টি আয়াত এবং ৭৭২৩৪টি শব্দ আছে।

এইগ্রন্থে ১৯টি আয়াত এমন আছে, যাহা পাঠের পর সেজদা করিতে হয়। এই আয়াতগুলি মুখস্থ করিবার সময় বা অর্থ বুঝিবার সময় এক দফায় এক স্থানে একবার সেজদা করিলেই হয়।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর যখন ৪০ বৎসর বয়স তখন তাঁহার নিকট মক্কার অদূরবর্তী হেরা পর্বতের গুহায় ২৭শে রমজান অমাবস্যার রাত্রিতে ৭১০ ইসাব্দে হযরত জীবরাইল (আঃ) এর মারফৎ এই

পবিত্র গ্রন্থের সুরা علق আলাকের প্রথম ছয়টি আয়াত নাযেল হয়। যথা,—

بسم الله الرحمن الرحيم

اقرا با سم ربك الذى خلق ٥ خلق
الانسان من علق ٥ اقرآ وربك الاكرم ٥
الذى علم بالقلم ٥ علم الانسان مالم يعلم ٥

অর্থাৎ "আমরা আরম্ভ করিতেছি আল্লাহ্‌র নামে যিনি রহমান এবং রহিম। পাঠ কর, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃজন করিয়াছেন; এক জমাট রক্ত বিন্দু হইতে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। পাঠ কর, এবং তোমার প্রভু অতীব করুণাময়; যিনি (মানবকে) শিক্ষা দিয়াছেন কলম দ্বারা; মানবকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা সে জানিত না।"

সুরা মায়েদার প্রথম রুকুর

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ـ

অর্থাৎ "অদ্য আমি তোমাদের জন্য ধর্মকে সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং আমার অনুগ্রহ তোমাদের উপর পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে ধর্ম হিসাবে তোমাদিগের জন্য মনোনীত করিলাম।" আয়াত হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উপর সর্বশেষ নাযেল হয় তাঁহার জীবনের প্রথম এবং শেষ হজ উওলক্ষে মক্কা হইতে স্বল্প দূরবর্তী আরফাতের ময়দানে।

এই পবিত্র গ্রন্থ এককালীন নাযেল হয় নাই; পরন্তু সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরিয়া সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে নাযেল হইয়াছিল। এই কারণে সুরাগুলি এককালীন সম্পূর্ণভাবে বা ধারাবাহিকতার সহিত নাযেল হয় নাই। বিষয় ও মর্মের ধারাবাহিকতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সুরা ও আয়াতগুলির বিন্যাস করা হইয়াছে। সেইজন্য আয়াত ও সুরা সমূহের নযুলের যুগের ক্রম এবং শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের ক্রম ভিন্ন। কিন্তু শৃঙ্খলা ও বিন্যাস কোন মানুষের দেওয়া নহে। ইহা স্বয়ং আল্লাহতায়ালা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ورتلنا ترتيلا অর্থাৎ "আমরাই ইহাকে বিন্যাস দিয়াছি।"

(সুরা-আল-ফুরকান—৩য় রুকু)

অনেকের ধারণা যে পবিত্র কুরআনের বর্তমান বিন্যাস হযরত ওসমান (রাঃ)-দ্বারা হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। উপরে উদ্ধৃত পবিত্র কোরআনের আয়াত ইহা বাতিল করিয়া দিয়াছে। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেদমত ছিল অন্যরূপ।

একই দেশের বিভিন্ন অংশে একই শব্দের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ইহা আমরা নিজেদের দেশেও দেখিতে পাই। আরব দেশেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। বিশেষ করিয়া আরবীতে স্বরবর্ণের উচ্চারণ স্থানে স্থানে প্রভেদ ছিল। কোন কোন অক্ষরে যের থাকিলে "এ" বা "ই" দুই ভাবে উচ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু "ইয়া" অক্ষরেরও উচ্চারণ 'ই' হইয়া থাকে। কিন্তু এই "ই" কিছু দীর্ঘ অর্থাৎ "ঈ" এর উচ্চারণ দেয়। ইসলামের বিস্তৃতির সহিত বিভিন্ন স্থানে এইভাবে উচ্চারণের তারতম্যের দ্বারা পবিত্র কুরআনের শব্দগুলি ভবিষ্যতে রূপান্তরিত হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিকট উচ্চারণের এই তারতম্যের সংবাদ পৌঁছিলে, তিনি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিজ তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ করা কুরআনের অনেকগুলি যাবেতা কপি করাইয়া বিভিন্ন এলাকায় পাঠাইয়া দিয়া পবিত্র কুরআনের মধ্যে ভবিষ্যতে রদ বদল ও হস্তক্ষেপের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন। সুতরাং তিনি পবিত্র কুরআনের বিন্যাস করেন নাই, পরন্তু ভবিষ্যতে ইহার রূপান্তরের পথ বন্ধ করিয়া দেন। (ক্রমশঃ)

॥ ইসলামে জেহাদ ॥

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

কোন এক খড়্গধারী মাহ্‌দী এসে দুনিয়ার সমস্ত কাফির বধ করে দীন ইসলামকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করবেন এ ধারণা নিয়ে বসে থাকলে ইসলামের ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ হবে না। ইসলাম কোন কালেই তরবারির বলে প্রসার লাভ করে নাই। যুক্তি প্রমান এবং আধ্যাত্মিক শক্তির ফলেই ইসলাম প্রাথমিক যুগে জয়যুক্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এ সম্বন্ধে ঢাকা ইসলামিক একডেমী হলে বক্তৃতা দিতে যেয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন, "It flourished not by force but through the efforts of virtuous, and righteous Muslims, who set an example of good deeds and action which inspired other people. You can see to the phenomenon occuring in Africa where a small band of Muslim Missionaries with very little resources are attracting the people to the Islamic fold. (Pakistan Times 9th May 1963.)

বিগত ১৫০০ শত বৎসরে তরবারির দ্বারা যে কাজ করা সম্ভব হয় নাই, আহমদীয়া জমাতের প্রচারের ফলে মাত্র ৪×১৫=৬০ বৎসরে সেই অসাধ্য সাধন হয়েছে।

মসিহে মওউদ (আঃ) সত্যই বলেছেন, 'সইফ কা কাম কলমসে দেখায়া হামনে' বা 'অসির কার্য আমি মসীতে করেছি।' এজন্য মহানবী (সঃ)-ও বলেছেন, 'জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও উৎকৃষ্ট।' ইতিহাস আলোচনা করে দেখুন, একদিকে নমরূদ, শাদ্দাদ, ফেরাউন আর আবু লাহাব আর আবু জেহলের দল, অন্যদিকে দরিদ্রের সন্তান ইব্রাহীম, দাস বংশের মূসা এবং মক্কার অসহায়, এতিম মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দল। প্রথম পক্ষ ধনবল, জনবল এবং অস্ত্রের বলে বলীয়ান, আর দ্বিতীয় পক্ষ অত্যাচারে জর্জরিত, স্বৈরাচারে উৎপীড়িত, উৎখাত, নিরস্ত্র, নিঃসম্বল। কিন্তু পরিনামে জয় হল কার? তলওয়ার না আল্লার?

'কাফি হ্যায় সোচ্‌নেকো আগর আহ্‌ল কুছ হ্যায়।"

বেশী দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পাক-ভারতের কয়েক শতাব্দির ইতিহাস আলোচনা করুন। আ-সমুদ্র হিমগিরি বিস্তৃত ভারত ভূমির একচ্ছত্র অধিপতি, লাখ লাখ মানুষের দণ্ড-মুণ্ডের প্রতাপশালী নিয়ন্তা, পাদশা, গাজী জালাল উদ্দীন আকবর তৈরী করলেন 'দীনে এলাহী' নামক ধর্ম। ধনবল, জনবল, অস্ত্র বল, সবকিছুই প্রয়োগ করা হল এই নব ধর্ম প্রচারের জন্য। গদী আর গদাধারী তথাকথিত খোদায়ী ফৌজদারদের তখনও কোন অভাব ছিল না। কিন্তু ফল?

'লানত হ্যায় মুফতরি পে খোদাকি কিতাব মে,
ইজ্জত নেহি হ্যায় জর্‌াভি উসকি জনাব মে।'

ইতিহাসের আরও কয়েকটি পাতা উলটিয়ে দেখুন, ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মাথায় ভারতের রাজ-মুকুট শোভা পাচ্ছে। এই ব্রিটিশ ভারতের এক নিভৃত পল্লীতে এক সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিকে আল্লাতালা মসিহ ও মাহ্‌দীরূপে মনোনীত করেন। মিশর, আরব, ইরান বা আফগানিস্তানের শক্তিশালী বাদশাহ্‌দের মধ্যে কাহাকেও নির্বাচিত না করে তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য বেছে নিলেন এমন এক ব্যক্তিকে যাঁর প্রতি ওক্তের খাদ্য তাঁর ভ্রাতৃ বধুর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করত। আল্লাতালা তাঁকে বললেন, "প্রচার করে যাও, ভয়

করনা, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দুনিয়ার কোন শক্তিই তোমার প্রচারকে রোধ করতে পারবে না। আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার কোণে কোণে পৌঁছাব।' মসিহে মওউদ (আঃ)-এর স্বজাতি এমন কি তাঁর আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হল। আর্য সমাজী ও খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মিশে মসিহে মওউদ (আঃ)-কে ধ্বংস করার জন্য তারা 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করল। কিন্তু,

লোগোঁকি বুগ্‌জুসে আওর কিনুঁসে কিয়া হোতা হ্যায়,

জিস্‌কা কোইভি নেহি উসকা খোদা হোতা হ্যায়।'

হযরত আহমদ মসিহ (আঃ)-এর জেহাদে কবীর বা ইসলাম প্রচারের কাজ চলল অবিশ্রান্ত গতিতে। মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র সুন্নত মোতবেক তিনি দুর্দণ্ড প্রতাপ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করে বললেন, "আপনি যাকে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করেন, সেই ইসা মসিহ্ আজ থেকে দুই হাজার বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন এবং আপনার সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চল কাশ্মীরের শ্রীনগর সহরের খান ইহার মহল্লায় সমাহিত আছেন, আর শেষ যুগে যে ইসাতুল্য মসিহের আগমন সংবাদ দেওয়া হয়েছে, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসিহ। অতএব আমার প্রতি বিশ্বাস' স্থাপন করা আপনার একান্ত কর্তব্য।"

(তুহ্‌ফায়ে কায়সারীয়া থেকে উদ্ধৃত সার সংক্ষেপ)। কী অসীম সাহস আল্লার প্রেরিত পুরুষের। কী দুর্জয় শক্তি আল্লার বাণীতে। কোথায় অর্দ্ধেক জাহানের ভাগ্যবিধাতা রাজ শক্তি, আর কোথায় কাদিয়ান নিবাসী এক দরিদ্র প্রজা! কিন্তু পরিণামে জয় হল কার? যে বিশাল সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না বলে গর্ব করা হত, তার ভাগ্য রবি আজ প্রায় অস্তমিত। সেই অস্তগামী রবির শেষ কিরণ আজ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে সীমাবদ্ধ। অপরদিকে হজরত আহমদের (আঃ)-জমাত শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, শত তলওয়ারের ধারকে উপেক্ষা করে সকালে দ্বিগুণ ও সন্ধ্যায় চতুর্গুণ উন্নতি করে চলেছে। সূর্যোদয়ের দেশ জাপান থেকে আরম্ভ করে সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখুন, লক্ষ লক্ষ লোকের অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন আজি হজরত আহমদ (আঃ)-এর ওয়াশিংটন থেকে আরম্ভ করে ব্রিটিশ রাজ্যের রাজধানী লণ্ডন তক একবার লক্ষ্য করে দেখুন, সকাল, সন্ধ্যায় পবিত্র আজান ধ্বনীতে মু'খরিত হচ্ছে তার আকাশ, বাতাস। কোন সে তরকারি যার দ্বারা এই বিজয় সম্ভব হ'ল? এ মহা বিজয়ের পেছনে রয়েছে জেহাদে আকবর ও জেহাদে কবীর। হজরত মসিহে মওউদ (আঃ)-কী চমৎকারভাবে বলেছেন,—

কৌন দর পরদা মুঝে দেতা হ্যায় হর ময়দানমে ফতেহ?

কৌন হ্যায় জো তুমকো হরদম কর রাহা হ্যায় শরমসার?

তুম্‌তো কহ্‌তে থে কে ইয়ে নাবুদ হজায়েগা জল্‌দ,

ইয়ে হামারে হাতকে নিচে হ্যায় এক আদনা শিকার।

বাত কের ইয়ে কিয়া হুয়ী কিসনে মেরী তায়ীদ কি;

খায়েব ও খাসর রহে তুম, হোগিয়া ম্যায় কামগার?

এক জমানা থা কে মেরা নাম ভি মসতুর থা—

কাদিয়াঁ ভি থি নেহাঁ এয়সি কে গোয়া জেরে গার।

কোই ভি ওয়াকেফ না থা মুঝসে নামেরা মুতেকাদ,

লেকিন আব দেখ কে চরচা কিস কদর হ্যায় হরকিনার।

উস্‌ জমানামে খোদানে দিথি শুহরত কি খবর,

যোকে আব পুরি হুয়ী বাদ আজ মুরুরে রোজগার।

খুলকর দেখ বারাহীন জোকে হ্যায় মেরি কিতাব,

ইসমে হ্যায় ইয়ে পেশগুয়ী পড়লো ইসকো একবার।

আব জেরা সোচোকে কিয়া ইয়ে আদমীকা কাম হ্যায় ?

ইস্‌কদর আমরে নেহঁা পর কিস বশর কো ইকতেদার ?

অর্থঃ—সে কোন অদৃশ্য শক্তি যা আমাকে সর্বক্ষেত্রে বিজয় দান করে ? কে সে, যে তোমাদেরকে সর্বদা লজ্জিত করে ? তোমরাত বলতে যে এই ব্যক্তি শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে, এত আমাদের হাতের নীচে এক সাধারণ শিকার। কিন্তু ফল কি হ'ল ? কে আমাকে সাহায্য করল ? তোমরা ব্যর্থ ও ধ্বংস হলে আর আমি জয়যুক্ত হলাম। এমন এক জমানা ছিল যখন আমার নাম অপ্রকাশ্য ছিল, আর কাদিয়ানও যেন গুহার অভ্যন্তরে গুপ্তস্থানের ন্যায় ছিল। কেহই আমার পরিচয় জানত না, আমার কোন শিষ্যও ছিলনা, কিন্তু এখন দেখ সকল দিকে আমার সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা চলছে। ঐ সময় খোদাতালা আমাকে সফলতা লাভের সংবাদ দিয়েছিলেন, যা আজ পূর্ণতা লাভ করেছে। বরাহীনে আহমদীয়া নামক আমার গ্রন্থ খুলে দেখ, তাতেই এইসব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এখন চিন্তা করে দেখ এসব কি কোন মানুষের কর্ম ? এমন স্পষ্ট নিদর্শণ প্রদর্শণ কোন মানুষের পক্ষে কি সম্ভব ?

অনন্তর সকল প্রশংসা সর্বজগতের প্রভু আল্লাহরই জন্য।

* ১১/২/৬৬ তারিখে ঢাকার প্রাদেশিক সালানা-জলষায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

★

॥ চলতি দুনিয়ার হাহচাল ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

নিউইয়র্ক হতে একটি সংবাদে প্রকাশ ভিয়েৎনামে মার্কিন নীতির বিরোধী একদল বিক্ষোভকারী সেণ্ট প্যাট্রিক গীর্জার সিঁড়িতে শিশু যীশুখ্রীষ্টের একটি রক্তাক্ত প্রতীক স্থাপন করে।

রোমান ক্যাথলিক গীর্জার সিঁড়িতে স্থাপন করার সাথে সাথেই পুলিশ উহা ছিনিয়ে নেয়। বিক্ষোভকারীরা খ্রীষ্টীয় যুগের লোকদের ছদ্মবেশ গ্রহণ করে এবং নিজেদের মেরী, জোসেফ, তিনজন রাজা এবং রাখালরূপে পরিচয়দানী জিনিষপত্র বহন করে।

তাদের একজন বলেন, ভিয়েৎনামে বেসামরিক জনগণের উপর আমরা ভয়াবহ দুঃখ-দুর্দশা চাপিয়ে দিয়েছি। ইহা গীর্জার ধর্মযাজকের নিকট সুস্পষ্টভাব জানিয়ে দিবার জন্যই এরূপ বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে ভিয়েৎনামে চূড়ান্ত বিজয় ভিন্ন আর কিছু চিন্তা করা যায় না বলে সম্প্রতি তথায় সফরকালে ঐ গীর্জার পাদ্রী স্পেলম্যান মার্কিন সৈন্যদের নিকট যে মন্তব্য করেছেন, তারপর হতে তার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

এসব রক্ত পিপাসু পাদ্রীরাই দুনিয়াকে বিশ্বাস করাতে গিয়ে মায়া কান্নায় বুক ভাসিয়ে দেয় যে যীশু নিজেই রক্ত দিয়েছেন সব মানুষের মুক্তির জন্য। যারা ভিন্নদেশে গিয়ে নিরপরাধ নারী-পুরুষ ও শিশুদের রক্তের বন্যায় হোলি খেলছে তাদের জন্য যীশুর শিক্ষা এক গালে চড় দিলে অন্য গাল পেতে দিতে মোটেও কার্যকরী হয়নি। তা'ছাড়া যেসব পাদ্রী ভিয়েৎনামে মার্কিন নীতির সমর্থন করছেন তাদের কাছে মানবতার দুঃখদৈন্যের আবেদন মোটেও কার্যকরী হবে না তা' আমরা জানি। কারণ তারা যীশুর রক্তদানে বিশ্বাস করে ভাবছে যে তারা পাপের উর্দ্ধে ওঠে গেছেন। তারা যতই খুন খারাবি করুক না কেন বোঝাত বইবে যীশুই। রক্ত যখন যীশু দিয়েই ফেলেছেন তাত আর তুলে নিতে পারবেন না। তাই ভাবি যীশু আপনি যদি আপনার অনুগামীদের ভিয়েৎনামী কার্যকলাপ স্বচক্ষে দেখতেন তবে নিশ্চয় ইহুদিদের চেয়ে তাদের সংস্কারের জন্যই অধিকতর তৎপর হতেন।

কত বিদ্যা শিখছে ওরা :—

লণ্ডন হতে আন্তঃ "স্কুল চুরি প্রতিযোগিতা" নামে একটি চমকপ্রদ খবর প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, লণ্ডনের শহরতলীর বিভিন্ন স্কুলের মেয়েরা কোন একটি গোপন স্থানে আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে। পরীক্ষার বিষয়বস্তু হলো কি করে দোকান থেকে জিনিষপত্র চুরি করতে হয়।

একজন পুলিশ অফিসার এ ব্যাপারে শিশু অপরাধ সংক্রান্ত আদালতকে সতর্ক করে দিয়েছেন। দোকান থেকে চুরি করার অপরাধে ইতিমধ্যেই ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সের ৪জন বালিকাকে পুলিশ আটক করেছে তারা মোট ৭ পাউণ্ড দামের জিনিষপত্র চুরি করেছে।

খবরটি লণ্ডনের এবং লণ্ডন যখন আধুনিক সভ্যতার একটি প্রাণকেন্দ্র তখন অন্যান্য দেশেও ওই বিদ্যায় গর্বের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে গেলে আশ্চর্যের হবে বলে মনে হয় না।

তথাকথিত আনুনিকতার ধোঁয়া কচি বয়সেই মানব চরিত্রকে কোথায় ঠেলে দিচ্ছে সে সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হওয়ার সময় অতিক্রান্ত হতে চলেছে বল্লে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

এখানে ইসলামের দুটি শিক্ষার দিকে সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করছি। প্রথমতঃ কোরআন বলেছে 'সৎকাজে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করো'। দ্বিতীয়তঃ চুরির শেষ শাস্তি হিসেবে হাত কেটে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। বস্তুতঃ সামাজিক জীবনে যদি এ দুটো শিক্ষা বলবৎ করা হয়, তবে নিশ্চয় সুস্থ সবল সমাজ গড়ে উঠবে। অথচ এসব শিক্ষাকে আধুনিকতার নামে উপহাসে পরিণত করা হয়েছে। এর পরিণতিও সমাজ জীবনে ফুটে ওঠেছে। নীতিকে বিদায় দিলে শোচনীয় পরিণতিকে ভোগ করতেই হবে।

অন্তর মুখীঃ

[মোমেনকে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কথার গভীরে প্রবেশ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী জীবন গড়তে হবে]

মায়ের পদতলে বেহেশ্‌তঃ

রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন মায়ের পদতলে বেহেশ্‌ত অর্থাৎ মাকে সেবাশুশ্রুষা দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারলে বেহেশ্‌ত পাওয়া যাবে। সন্তানের পক্ষে মাকে সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন কাজ নয়। মাতৃহৃদয় সন্তানের প্রতি এতই স্নেহপরায়ণ যে তাদের সামান্য খেদমত পেলেই আশিষ বর্ষন করতে থাকে। বাইরে শত অকাজ-কুকাজ করেও মার নিকট কাকুতি মিনতি করে হাজির হলেই সাত খুন মাপ। কথা হলো এমত অবস্থায় মাকে সন্তুষ্ট করলে সন্তান বেহেশ্‌ত পাবে কি?

আসলে রসুলুল্লা (সাঃ)-এর কথাটি অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। মা যেভাবে সন্তানকে গড়ে তোলে তার উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করে সন্তান সৎ হবে, না অসৎ হবে। সন্তান সৎ হলেই বেহেশ্‌তের অধিকারীও হবে। আর অসৎ হলে দোজখের দোসর বনবে। এখানে আরো কথা আছে। মা নিজে সৎ না হলে সন্তানকে সৎভাবে গড়ে তুলতে পারবেন না। লণ্ডনের যেসব মেয়েরা চুরির প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেছে-তারা যদি নিজেদের সংশোধন করে সৎ না হন তবে তারা মা হলেই কি তাদের পদতলে সন্তানের জন্য বেহেশ্‌ত হয়ে যাবে? এমনটি ভাবা সমীচিন হবে বলে মনে হয় না। তারাত বরং সন্তানকে দোজখের পথই দেখাবে। রসুল করীম (সাঃ)-এর ছোট কথাটিতে অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে, মার প্রতি যেমন সন্তানের কর্তব্যের নির্দেশ রয়েছে তেমনি রয়েছে মার উপরে সুসন্তান গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব। কোনটিকেই বাদ দিলে চলে না।

এতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত হবে কিঃ

ইদানিং লাহোর হতে 'সোনার সুতোয় কোরান শরীফ লেখার ব্যবস্থা সম্পন্ন' হয়েছে বলে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ৮ই জানুয়ারীতে এই কাজের 'বিসমিল্লাহ' অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়েছে। যাঁরা একাজে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের উদ্যোগকে কোন প্রকারে হেয় প্রতিপন্ন করতে বা তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনার কোন প্রকার নিরুৎসাহ সৃষ্টি করতে চাই না। এই উপলক্ষে মনে যে প্রশ্নটি উদয় হয়েছে তাই জনসমক্ষে তোলে ধরতে চাই।

আল্লাহ্‌তালার দরবারে আমাদেরকে নিশ্চয় কোরান করীম কি দিয়ে লিখেছিলাম বা কালীর লেখা না সোনার লেখা কোরানের অধিকারী ছিলাম সে প্রশ্নের চেয়ে ইহার শিক্ষা ও আদর্শকে জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত করেছিলাম সে জওয়াবদেহীই বেশী হতে হবে। অর্থাৎ আমাদের চরিত্র সোনালি কিনা সেটাই ইসলামের তরক্কীর জন্য বড় কথা। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসও এই সাক্ষ্যই বহন করে। তাই ভাবছি

সোনালী হরফেতে সন্তুষ্ট না হয়ে সোনালি চরিত্রের জন্যই অধিকতর তৎপর হওয়া উচিত নয় কি?

কত কথা কত ব্যথা মনে জাগে:

'নামাজের কার্পেটের নীচে মদ' শিরোনামায় লাহোর হতে প্রকাশিত খবরটি তুলে দিচ্ছি:

স্থানীয় পুলিশ একজন মাদক দ্রব্য বিক্রেতার বাড়ীতে হানা দিয়ে কয়েক বোতল বেআইনী মদ উদ্ধার করেছে। প্রমমে তার বাড়ীতে কোন মদ পাওয়া না গেলেও সে সময়ে একজন মহিলা যে কার্পেটে বসে নামাজ পড়েছিলেন তা 'অপসারিত করে উক্ত মদ উদ্ধার করা হয়।

মহিলাটি অসময়ে নামাজ পড়ছে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয় এবং তারা কার্পেট অপসারিত করে উক্ত মদের সন্ধান পায়।

এর মধ্যে স্থানীয় সাংবাদিকদের এক জরীপে প্রকাশ, শুধু মাত্র গত শনিবার রাতে ৩১।১২।৬৬ বিভিন্ন স্থানে ছ'হাজার গ্যালন মদ বিক্রি হয়েছে।

সংবাদটি পড়ে কত কথাই না মনে পড়ে। আরবেরা মদ্য পানের পাগল ছিল। ঘরে ঘরে বড় বড় ভাণ্ড মদে ভর্তি থাকতো। এক কথায় বলা যায় মদে এদের পেয়ে বসেছিলো। এই মদ মাতালেরাই কোরানের শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে জীবনে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসলো যে মদ খাওয়ার নিষেধাজ্ঞাটি জারি হওয়ার কথা কানে প্রবেশ করার সাথে সাথে তারা শুধু ঘরে রাখা ভাণ্ডগুলোই নয়, মুখে ধরা মদের গ্লাশটিও ছুড়ে ফেলে দিলো। শহরের রাস্তা ঐ মদে ভেসে গেলো। জীবন থেকে মদের মাদকতাকে বিদায় দিয়ে তাঁরা দুনিয়ার বুকে সভ্যতার নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলো।

আর আজ মুসলমানি নাম ধরে, নামাজ পড়ার ভান করে, কার্পেটের নীচে মদ ধরে রাখে, এর চেয়ে শোচনীয়, এর চেয়ে হৃদয় বিদারক আর কি হতে পারে? যেসব জাতিকে মদ্যপানের দরুণ আমরা হেয় চক্ষে দেখে থাকি তাদের মধ্যে অধঃপাতের এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এখানে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের জনৈক কালোবাজারি হাজী সাহেবের কথা যা' শুনেছিলাম তাই উল্লেখ করছি। কালোবাজারিতে হাজী "সাহেব কয়েক সহস্র টাকা পান। পুলিশ টের পেয়ে সাথে সাথে তার ঘরবাড়ী সার্চ করে। কিন্তু কোথাও টাকার সন্ধান পায়নি। তারা শুধু হতাশই হয়নি, অবাকও হয়ে যায় জাজ্বল্যমান টাকা কোথায়, কিভাবে উধাও করে দিলেন মক্কা ফেরাত জাদরেল পূণ্যমান? ব্যক্তিটি। পুলিশের ধারালো চোখও বুতা বনে গেলো।

পরে নাকি হাজী সাহেব তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কোরানের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলতেন, দেখো কোরান আমাদেরকে কিভাবে বিপদাপদ হতে রক্ষা করে। আমি ঐ টাকা কোরানের পাতার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। পুলিশ কোরানের মধ্যে টাকা রেখেছি বলে ভাবতেও পারে নি। সুতরাং রক্ষা পেয়ে গেলাম। কিন্তু অসময়ে নামাজ পড়তে গিয়ে চোরা মদের মালিক ধরা পড়ে গেল। এই যা। 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ' একথাটি পুলিশের জানা ছিল বলেই হয়ত এমনটি হয়েছে। যাক এসব কথা। আসল কথা হলো হরহামেশাই ত সমাজে এমন সব ঘটনা ঘটে চলেছে। এসবে কি প্রমাণ করে না যে নামধারি বহু মুসলমানই এখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দাবীর সময়কার অধঃপতিত আরবদের চেয়েও বেশী অধঃপতনে চলে গেছে। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের উম্মতদের অধঃপতন মনে বড় ব্যথা জাগায়। তাই বলছি এখনও কি ভেবে দেখার সময় হয়নি বর্তমানের এই চরম অধঃপতন হতে মুসলমানদের তথা দুনিয়ার উদ্ধারের পথ যিনি বাতলিয়েছেন সেই ইমাম মাহদী (আঃ) গ্রহণ করা কতো প্রয়োজন?

অন্তর মুখী

মোমেন আল্লাহ্‌র আয়াতকে সময়ের কষ্টি পাথরে বিচার করে গভীরভাবে ইহার তাৎপর্য উপলব্ধি করে কার্য তৎপর হন। অবিশ্বাসি এসব উপেক্ষা করে চলে, আর মোনাফেক্‌ ইহাকে হীন স্বার্থ উদ্ধারে ব্যবহার করে।

সুরা আছর

এই সুরার বাংলা তর্জমা হলো ঃ

মহাকালের সাক্ষ্য ;

নিশ্চয় মানুষ খেছারতের ব্যর্থতার মধ্যে আছে ;

কিন্তু যারা ইমান আনেন ও সৎকাজ করেন এবং পরস্পরকে সত্যের জন্য উপদেশ দেন ও ধৈর্য ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন তারা ব্যতীত।

মহাকালকে সম্যকভাবে হৃদয়াংগম করা আমাদের কারো পক্ষে কখনও সম্ভবপর হবে বলে মনে হয় না। যেকালে আমরা বসবাস করি ইহার অনেকটা এবং ইতিহাসের মাধ্যমে পুরাকালের ক্ষুদ্রতম অংশ দূর দৃষ্টি দ্বারা ভবিষ্যতের সামান্যতম কিছুটা হয়ত আচ করা যায়। সুতরাং চিন্তা ভাবনা ও জ্ঞান আহরনের শক্তি নিয়ে যে সময়টুকু আমরা ব্যক্তিগতভাবে বেঁচে থাকি সেটুকুকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা না করলে মহাকালের সাক্ষ্য হতে ফায়দা উঠাতে ব্যর্থ হবো। যাক সে কথা। বর্তমান নিয়ে বিবেচনা করলেই অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞানে যতই তরক্কী করে থাকুক না কেন, তাদের বিশ্বাস (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসুলদের উপরে) যদি ফাঁটল থাকে ও সৎকাজ করতে বিমুখ হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে সত্যের প্রতি অনুরাগি হতে ও জীবন পথে ধৈর্য্য সহকারে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে উৎসাহিত করে না তোলে তবে ব্যক্তি বা সমষ্টির অধঃপতন কখনও রাখা যায় না। বর্তমান জমানার বৈষয়িক উন্নতির যুগে মানুষকে অধঃপতন হতে রক্ষা করার জন্য এই সুরাতে যে পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে তা মোমেনের নিজের জীবনে সুস্পষ্ট করে তুল্লেই যথেষ্ট হবে না। বৃহত্তর মানব সমাজেও ইহার ব্যাপ্তির জন্য যথাসাধ্য কোশেষ করতে হবে। নতুবা মোমেনকেও এজন্য স্রষ্টার দরবারে জবাবদিহি হতে হবে। এজন্য চাই আত্মসংশোধনের সাথে তবলিগের দায়িত্ব পালন! এসব কাজের ভার প্রত্যেকের বইতে হবে অন্যের কাঁধে চাপালে হবে না।

(ক্রমশঃ)

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 12·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত :	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা :	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন :	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ :	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে ও আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	আমাদের শিক্ষা	লিখক—হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ:)
২।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৩।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৪।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৫।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৬।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৭।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	,, ,,
৮।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৯।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১০।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১১।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১২।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৩।	হোশান্না	,, ,,
১৪।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৫।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
১৬।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.